

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীঃ উৎপত্তি ও কারণ

শাহ আলম বাদশা

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী বা সিরাতুন্নবী (সাঃ) ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের নিকট জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান , যদিও এটি কোনো ইবাদাত নয়। তাই আরবি বা হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখটি 'নবীদিবস' হিসেবে জাঁকজমকপূর্ণ ও যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে থাকে। দিবসটি পালনের সা থে মুসলিমদের রাসুলপ্রেম এবং ইসলামি আবেগে জড়িত। দিবসটি বিশ্বের সকল মুসলিমদেশ বা মুসলিম এটি পালন না করলেও অনেকদেশে সরকারি -বেসরকারিভাবে তা পালিত হয়। দিনটি 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত হওয়ায় এদিন সরকারি সাধারণছুটি ও ঘোষিত হয়ে থাকে। আর 'মিলাদুন্নবী' শব্দটির ব্যাপারে অনেকের আপত্তি থাকায় এদেশে কেউ-কেউ একে 'সিরাতুন্নবী' নামেও পালন করে।

উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে , "ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (আরবি: ﷺ مَوْلَى مَوْلَى النَّبِيِّ মাওলিদু এন -নাবী, আরবি: مَوْلَى مَوْلَى নَبِيِّ মাওলিদ আন -নাবী, কখনো কখনো সহজভাবে বলা হয় ১ মাওলিদ, মেভলিদ, মেভলিট, মুলুদ আরো অসংখ্য উচ্চারণ ; কখনো কখনো: ১৪২ ম মিলাদ) হচ্ছে শেষনবীর জন্মদিন হিসেবে মুসলমানদের মাঝে পালিত একটি উৎসব। মুসলিমদের মাঝে দিনটি বেশ উৎসবের সাথে পালন হতে দেখা যায়। তবে উৎসব নিয়ে ইসলামি পতিতদের মাঝে অনেক বিতর্ক রয়েছে। হিজরি বর্ষের তৃতীয়মাস রবিউল আউয়াল -এর বা রো তারিখে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশী মুসলমানরা এই দিনকে ঈদ -এ-মিলাদুন্নবী বলে অভিহিত করেন। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কাছে এই দিন 'নবীদিবস' নামে পরিচিত।

মূলত মুসলিমসম্পদায়ের সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদের (সাঃ) একই দিনে জন্ম ও মৃত্যু হবার বিশ্বা স থেকেই ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর উৎপত্তি, যদিও তার জন্মের বছর , মাস এবং তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই এবং থাকার কথাও নয়। কারণ তিনি রাসুল বা নবী হিসেবে মনোনীত হবেন , এ ব্যাপারটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর জানার বাইরে থাকায় তা লিপিবদ্ধ হবার কারণ ঘটে নি। তাই তিনি অবিখ্যাত বা একটি সাধারণ শিশু হিসেবেই ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে মক্কার সম্বন্ধে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় কুরাইশ বংশের হাতে ছিল পবিত্র কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকায় তার সম্বন্ধে ও উচ্চবংশীয় হবার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। মুহাম্মদের (সাঃ) জন্ম তারিখের ব্যাপারে পারিবারিক কিংবা নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে , তার জন্ম হয়েছিল, পবিত্র কাবা শরীফ ধর্মসের জন্য বাদশাহ আবরাহার নেতৃত্বে হস্তীবাহিনীর আগমন ঘটেছিল যে বছরে। তবে নবী হিসেবে ব্যাপক প্রভাবপ্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার কা রঞ্জে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন বা ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে তার মৃত্যুর ব্যাপারটি ঐতিহাসিক ও সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিতর্কহীন। ঐতিহাসিকদের মতে, ৫৭০ কিংবা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ সোমবারই হচ্ছে তার জন্মদিবস। কেননা ক্যালেন্ডারের হিসেবে ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে কখনোই সোমবার ছিল না বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। নিজের জন্মসন ও তারিখের উল্লেখ ব্যতীত সয়ং রাসুলও নিজের জন্মদিবসের ব্যাপারটা হাদিসে বর্ণনা করেছেন--

"আরু কাতাদা আনসারি (রাদিআল্লাহ আনহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন--রাসুলুল্লাহকে (সাঃ) সোমবারে রোজা রাখার কারণসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনে আমাকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছে অথবা এ দিনে আমার ওপর (অহি) নাখিল হয়েছে। (সহিত মুসলিম-১১৬২)"

উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, "হিজরী ৪৮ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর প্রচলন শুরু হয়। রাসুল , আলী, ফাতেমা, হাসান ও হসাইন এর জন্মদিন , এসবের মূল প্রবর্তক ছিল খলীফা আল মুয়ি জ্বু লি -দীনিল্লাহ। এখানে উল্লেখ্য যে , মিশরের ইস্বর অনুষ্ঠানাদি তখনো মু সলিমবিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে নি। পরবর্তীতে যিনি ঈদে মিলাদুন্নবীকে মুসলিমবিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি হলেন, ইরাক অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের আবু সান্দ কুকবুরী। সে হিসেবে জানা যায়, ৭ম হিজরি থেকে আনুষ্ঠানিক মিলাদ উদযাপন শুরু হয়। মিলাদের ওপর সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আবুল খাতাব ওমর ইবনে হাসান ইবনে দেহিয়া আল কালবী"।

রাসুল ও সাহাবাগণের কেউই নিজের জন্ম-মৃত্যুদিন পালন না করলেও কিংবা পালন করতে না বললেও প্রচলিত ঈদ -ই-মিলাদুন্নবীর (সা.) মূললক্ষ্য হচ্ছে -রাসুলপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং তার জীবনের মিশন -ভিশনকে জনসাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচার করা। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে-নিজেদের জীবনে তার আদর্শপ্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণাকে জাগরুক রাখা।

আইয়ামে জাহেলিয়াত বা আরবের অন্ধকার যুগ এর অবসান ঘটিয়ে তোহিদের মহান বাণী অর্থাৎ শিকরযুক্ত ঈমান ও আমলের মিশন -ভিশন নিয়ে এসেছিলেন এ মহামানব। তিনি তার এবং তার সঙ্গীদের নিষ্কলুষ চরিত্রাধুর্য দিয়ে প্রচার করেছেন শাস্তিময় জীবনব্যবস্থা ইসলামকে। তাঁর আবিভাব এবং আল্লাহকে পাবার জন্য বিভিন্ন মিডিয়া কিংবা দেব -দেবী ও মূর্তির কাছে ধর্ম অর্থাৎ বহুবাদের স্থলে একত্বাদভিত্তিক ইসলামের শাস্তি ও সাম্যের বাণীর প্রচার এবং মদীনাসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামি খিলাফত বা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তার কালজয়ী নেতৃত্ব ও আন্দোলন সারাবিশ্বেই আলোড়ন সৃষ্টি করে। আরব বিশ্ব যখন বহুবাদসহ ব্যাপক অন্যায় -অত্যাচার, পাপচার, নারীনির্যাতন, বৈষম্য, বর্ণভেদ ইত্যাদি অপকর্মে ডুবে গিয়েছিল, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত বিশ্ববীকে (সা.) বিশ্বজগতের রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন - 'مَوْلَى الْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَا (হে নবী!) আমরা তো তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবলই রহমত বা অনুগ্রহস্বরূপ পাঠিয়েছি।' (সূরা আম্বিয়া, ১০৭)। এর অর্থই হলো, তার পুষ্টবের লক্ষ্যাধিক নবী-রসূল অঞ্চলভিত্তিক ইসলামপ্রচার করলেও মুহাম্মদকে (সাঃ) আঞ্চলিক বার্তাবাহক নয়, বিশ্ববী করেই প্রেরণ করা হয়েছে। বলাবাহল্য যে, নবুয়তপ্রাপ্তির আগেও বিবেকবান ও মানবতাবাদী এ মহাপুরুষ মাত্র ১৭ বছর বয়সে সমন্বন্ধে বন্ধুদের নিয়ে আরবের যুদ্ধবিগ্রহ ও অ ন্যায়-পাপাচারের মূলোৎপাটনে 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি আর্থসামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে মানুষের কল্যাণসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার কাছে আল্লাহর পথনির্দেশ না থাকলেও তিনি নিজেদের মনগড়া পন্থায় একটানা ২৩ বছর হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে আর্থমনবতারসেবায় যে, ব্যাপক কল্যাণমূলক কাজ করেছেন, তারই ফলশুতিতে আরবের খারাপ মানুষেরাও তাকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত কিংবা 'আস-সাদিক' বা সত্যবাদী বলে উপাধি দেয়।

এরপর তিনি ৪০ বছর বয়সে নবুয়তলাভ করে শুধু আরব নয়, বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ 'জীবনব্যবস্থা' (Complete code of life) ইসলামের পথে কাফির-মুশরিকদের মুক্তি ও শাস্তির পথে আহ্বান জানান। ফলে মহানবী (সা.) ইসলামগ্রহণকারী সাহাবাদের দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলনের ফলে মক্তা -মদীনাসহ অর্ধদুনিয়ায় ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জঘন্য চরিত্রের মানুষগুলো সোনার মানুষে বৃপ্তাত্তিত হ যে যায়। তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত চারখলিফা বা 'খেলাফতে রাশিদা' কর্তৃক আরো ৩২ বছর পর্যন্ত বিশ্বে মানবিক ও জনকল্যাণমূলক ইসলামি শাসনের অভূতপূর্ব নজির স্থাপিত হয়। এভাবে রাসূল সা . নবুয়তপ্রাপ্তির পর আবার সেই ২৩ বছরেই আল্লাহর বিধানদ্বারা বিশ্বে একটি নতুন জাতিগঠনছাড়াও কল্যাণমূলক ইসলামি শাসনের বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন যে, মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানবুদ্ধি ও মস্তিষ্কপ্রসূত মনগড়া জীবনব্যবস্থায় কখনো নিরপেক্ষ, সার্বিক ও ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণসাধন হতে পারে না। অবশেষে আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব - কর্তব্য অর্থাৎ রিসালতের মিশন সফল করে মহানবী (সাঃ) ৬৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্বী (সা.) উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যেমন মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবণী প্রচার করা হয়, তেমনই ধর্মমন্ত্রণালয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মহানবীর (সা.) ওপর আলোচনাসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মিলাদ ও দোয়ামাহফিল ইত্যাদি। এছাড়া সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ভবন ও সশস্ত্রবাহিনীর সব স্থাপনায় জাতীয় পতাকাতেলোলন, জাতীয় পতাকা এবং 'কালিমা তায়িবা' লেখাসম্বলিত ব্যানার, ফেস্টুন ঢাকা মহানগরসহ সারাদেশের গুরুতপূর্ণ ট্রাফিক আইল্যান্ড ও লাইটপোস্টে প্রদর্শনের ব্য বস্তা নেয়া হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পক্ষকালব্যাপী নবীজীবনের (সা.) ওপর আলোচনাসভা, মাহফিলসহ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বেসরকারি মিডিয়াও যথাযোগ্য গুরুত্বসহকারে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। এমনকি এ উপলক্ষ্যে দেশের সব হাসপাতাল, কারাগার, সরকারি শিশুসদন, বৃক্ষনিবাস, মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্রে উন্নত খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা নেয়াও হয়ে থাকে।

#

২৭.১০.২০২০

পিআইডি ফিচার